পিনাকী ঠাকুরের দুটি কবিতা
নীল প্রতিশোধ

কবিতা, তোমার কাছে চাকরি খুঁজতে গেছি
কতবার
নিজের কলিজা বেচে চলে গেছি জুয়োর আসরে।
এখন সীমান্ত থেকে ভেসে আসে মর্টার আর
গুলির আওয়াজ
নিজের আঙুল কামড়ে রক্ত খায় অক্ষমের
নীল প্রতিশোধ
সারারাত জেগে থাকে অন্ধকারে, যদি
মাটির নীচের থেকে ঠং করে উঠে আসে
কোম্পানির আমলের যক্ষে আগলানো মুদ্রা
যদি...

আমার বাংলা

পাঁচশো বছরের পুরনো মন্দির।
লালচে টেরাকোটা উপে নিয়ে কত
পাচার হয়ে গেছে আজানা দূর দেশে।

ব্রিটিশ আমলের রুগ্ণ ভাঙা সেতু
পেরিয়ে মন্দির। চরায় কাশবন।
কোথায় বিগ্রহ? গর্ভগৃহ ফাঁকা।

আমরা ছবি তুলি। আমরা ঘুরে দেখি
আমার বাংলায় কত কী নেই আর।

লুপ্ত হয়ে গেছে অনেক বীজধান...

রূপক চক্রবর্তী
গল্পগুলো

গড়গড়ার মা-লো
তোর গড়গড়াটা কই
হালের গরু বাঘে খেয়েছে
পিঁপড়ে টানে মই

আর গড়গড়াও তেমনই। সে ততক্ষণে
রওনা দিয়েছে মহিষের পিঠে চেপে
সুবর্ণরেখার দিকে। এই দুপুরবেলা ঘনিয়ে
ওঠা কালবৈশাখী মেঘের নীচে বেজে উঠেছে
তার বাঁশি। শহরের লোকেরা যা বর্ষার গান
বলে এফএম-এ শোনে। তা-ও ওই রবিঠাকুরের
নামেই বিক্রি হয় বেশিরভাগ

আমাদের পাড়ায় ফ্ল্যাগ লাগিয়ে টুনি বাল্‌ব স্বালিয়ে
ওসব বাজে ২৬শে জানুয়ারি ১৫ই আগস্ট

সার্থক রায়চৌধুরী
সতী

চতুর্থাংশ মাংসে ঢাকা, পঞ্চমাংশে
বাল...
প্রথমাংশ: হাত-পা-মাথা,
দ্বিতীয়াংশ-ছাল।

তৃতীয়াংশে স্নায়ু, প্রাণ
অন্য অংশে মন...
সপ্তমাংশে ফালা ফালা
টুকরো জনার্দন।

অষ্টমাংশে বিজোর জুড়ে
নবমাংশে ফুল
ষষ্ঠমাংশে বিকশিত
হৃদমাঝারে ভুল
নৌকা ঠেকে বালির চরে
চর ডুবে যায় জলে
দশমাংশে রক্তারক্তি

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
ভুলভুলাইয়া

মেঘের পিছু পিছু এসেছে বারিধারা
সারদা পায়ে করে এনেছে সিবিআই
সন্ধে হলে যার ঠোঙায় তেলেভাজা
আমি তো ঘুম থেকে উঠেই তাকে চাই

জন্ম থেকে খিদে, এই যা অসুবিধে
চাইলে পরে তুই পাত্তা কেন দিবি?
গিয়েছে ভেঙে ছাঁচ, রাত্রি না পাঁচ
এলাকা শুনশান, শহরই বনবিবি

ঘুরছে ডোরাকাটা চেহারা বাজি রেখে
হয়েছি জননেতা, ছিলাম মাস্তান
গল্পে খোকাখুকু এ-ওকে চাইবেই
কিন্তু হাঁড়িকাঠে কীভাবে সাম্পান

বানানো যেতে পারে, যা অগম-পারে
বলে পা বাড়ানো কি যাওয়া না মুছে যাওয়া
বাতাসে নেমে শীত খেলছে কিতকিত
লেগেছে মরা ধানে নবান্নের হাওয়া...

সন্দীপন চক্রবর্তী
চতুর্দশপদী ১

সবাই ঘুমোলে পরে বিছানায় আসি।
টেবিলবাতির মৃদু আলো শুধু জেগে থাকে একা-
এ আমার একান্তই নিজের সময়।
ইচ্ছেমতো এটা সেটা পড়ি, লিখি, সাতপাঁচ ভাবি

আমি তো পুতুল না, যে ঘুরোলেই চাবি
রুটিনমাফিক সব করে যাব, যা যা করতে হয়।
সবাই ঘুমোলে তাই বলেছি প্যাক আপ-
বাতাস আসুক। এই ক্ষয় মুছে দিক সে বাতাসই

সে বাতাস শব্দে লাগে। উঠে আসছে শ্লোক।
সে বাতাস মধ্যরাতে পাগলের মতো কাকে খোঁজে?
সে বাতাস স্পর্শ করে নিঃশব্দ, গহন...

সব্যসাচী সরকার
লাইন

আপনি যেভাবে খাদের পাশ দিয়ে হাঁটেন,
আমি সেভাবে পারি না।
আপনার ল্যাপটপের কি বোর্ডে যেভাবে আঙুলগুলো খেলা করে,
আমার দ্বারা ডাস্ট হবে না।
আপনি যখন চ্যানেলে বসে থাকেন,
ঘোষিকার প্রশ্নে কী নির্বিকার, নীলাভ দেখায় আপনার গাল,
আপনার প্রতিটি শব্দে যখন উৎসাহের ফুলকি ছিটকে পড়ে রাস্তায়,
হাততালির বন্যায় ভাসতে থাকে শহর,
আমি সাদা পাতার সঙ্গে শুয়ে থাকি।
দু-চার লাইন লিখি বা লিখি না
যা ঠিক আপনার জন্য নয়।

সৌরভ মুখোপাধ্যায়
একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন কবিতা

প্রত্যেকের জীবনে একজন করে শক্তিমান জরুরি। সর্বশক্তিমান।
নীল ড্রেস পরা মুকেশ খান্না নয়, যার যার
নিজের মতন। আমার পাঁচ বছরের মেয়ে, তার শক্তিমানের
নাম ছোটা ভীম। তাকে কার্টুন নেটওয়ার্কে দেখা যায়।
লোহার লাড্ডুভঞ্জন থেকে বৃক্ষ উৎপাটন, সবকিছুতেই সে
জুড়িহীন. সমস্যার সমাধান থেকে চাহিদার অবসান-
সবকিছু একমাত্র সে-ই। আমার বউ ডানপিটে মেয়ে,
ঈশ্বরফিশ্বর মানে না, পুজোআচ্চার বালাই নে, কিন্তু তারও
আছে। শক্তিমান। তার নাম সুপার পাওয়ার। সে অদৃশ্য,
কিন্তু আছে, আছে। কিন্তু একটা আছে। আমি ব্যবসাপত্র,
দোকান-বাজার লেখাপত্র সামলে ফাঁক পাই না ভেবে ওঠার।
তবু কোথাও একটা খচখচ করে, আছে বোধ হয় শক্তিমান
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। যেখানে ডিম্যান্ড আর সাপ্লাই,
সাপ্লাই আর ডিম্যান্ড। আর না পেলেই, আউট অফ স্টক।

পৃথিবীতে তেল কমে আসছে দ্রুত। জলও। শক্তিমানেরও
অনন্ত বিশ্বাস সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান। লোটা
কম্বল গুটিয়ে এই তিনি বেরিয়ে পড়লেন বলে-

কখনও বোঝার চেষ্টা করেছ কি আমার এ মন?
ছেড়ে দাও. যে বোঝে সে সহজেই বোঝে-
শব্দ এক ভালোবাসা, শব্দ এক অনন্ত নরক

শুভদীপ দত্ত চৌধুরী
পরিযাণ

অদৃষ্টকে সাক্ষী রেখে কবি চলেছেন বনবীথিকায়। চক্ষুপল্লবে
অপার শূন্যতা। এই পথ, পথপার্শ্বে গোধূলিবর্ণ জলাশয়, তাতে
অসুস্থতার ম্লান ছায়া, অলক্ষ্যে খসে পড়া পাতা- সবই যেন
কোনও এক গাঢ় বিষাদের শিয়রে বসে আছে। নিরালম্ব শিশুটি
যেমন মা স্নানে গেলে কাঁদে, এই কবিতারও গায়ে আজ এক
অনাবিষ্কৃত অশ্রুদাগ। এই দাগ চেনো, কবি? আশ্বিনের দুপুরবেলা
অনুচ্চারিত রোদে অন্ধ ভিখিরির গানের মতো, কবিতা আর
কোনওদিন ফিরবে কিনা তার প্রতিশ্রুতি না দিয়েই তোমাকে
ছেড়ে যাচ্ছে।

সঞ্জয় ভূঁইয়া
পাতাল ঘর

এই ঘরে দু-হাজার সাপ ছাড়া আছে
এই ঘরের দেওয়ালে কাঁকড়াবিছে
এই ঘরের সিলিংয়ে ছড়ানো আরশোলা
এই ঘরের মেঝেতে টিকটিকির মৈথুন

এই ঘরের বাতাস কালো রঙের
এই ঘরের জানালা আধপোড়া
এই ঘরের দরজায় বুলেটের চিহ্ন
এই ঘরের মাঝখানে খোলা নর্দমা

কয়েকজন লোক এই ঘরে ঢুকেছিল
কিছুক্ষণ আগেও তারা এই ঘরে ছিল
তাদের কেউ বেরিয়ে আসতে দেখেনি
কেউ জানে না তাদের কী হয়েছিল

আদিদেব মুখোপাধ্যায়
আমাদের কাফের সামনে

আমাদের কাফের সামনে
কাতর মুখচ্ছবি নিয়ে দাঁড়ায় দেবদূত
তার ডানায় জল, হাতে চর্চিত রেখা
জুতোয় থ্যাঁতলানো ঘাস

আমরা শুনেছি,
সে যদি অঙ্গুলির ডগা দিয়ে ছোঁয়া
মুহূর্তে ধাতু পায় স্বর্ণরং
আর ক্ষোভ হয় সংহত
আর উবে যায় দুঃখবোধ
আর ক্ষত যায় বুজে

কিন্তু আমরা স্মৃতিহীন মানুষ
আমাদের তো ওসব কিছুই নেই
কাফের ভেতর
আমরা তাকে টেবিলে আসেত
টুপি খুলে, সাদর অভ্যর্থনা জানাই